আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষ; ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৫ জনকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালী গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক আটটার দিকে খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত ভাদু বিশ্বাসের ছেলে বজলুর রহমান দোপের মাঠে তার জমিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান তার চাচাতো ভাইয়েরা জমি দখল করে ভুট্টা রোপণ করছেন। বজলুর রহমান এতে বাধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। সংবাদ পেয়ে বজলুর রহমানের ভাই শাহাজান, ছেলে রকিবুল ইসলাম ও তরিকুল ইসলাম এবং রকিবুলের স্ত্রী তৃপ্তি খাতুন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এসময় প্রতিপক্ষরা তাদের উপরও হামলা চালায় এবং কুপিয়ে জখম করে।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন জানান, আহত পাঁচজনের শরীরেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি চারজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত থানায় কেউ মামলা দায়ের করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা হবে।”

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১, গুরুতর আহত ৩

দামুড়হুদার গোবিন্দহুদায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে গোবিন্দহুদা গ্রামের মাঠে বিরোধপূর্ণ জমিতে কাজ করার সময় এ মারামারির ঘটনা ঘটে।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে নিজ গ্রাম গোবিন্দহুদার মাঠে নিজ নিজ জমিতে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের নিহত ব্যক্তি হলেন গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে জয়নুর (৫০)। আহতরা হলেন মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে খাজা আহমেদ (৫৭), জাহির (৫০) এবং খাজা আহমেদের ছেলে দিপু (১৬)।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ লেগে আছে। এ বিষয়ে আদালতে উভয় পক্ষের মামলা চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে নিজ নিজ জমিতে কাজ করছিল সবাই। কাজ করার সময় বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে তুমুল রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধে। এরই একপর্যায়ে নুরুল হক গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৪ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের

উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মন্টু গ্রুপের জয়নুর মারা যান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, সকালে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে। সংবাদ পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। জানতে পেরেছি, মারামারির ঘটনায় জয়নুর নামের একজন নিহত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত উভয় পক্ষের কারো কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ফরিদপুরে কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০, বাড়িঘর ভাঙচুর

ফরিদপুরের সালথায় কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুই-তিন দিন আগে রামকান্তপুর গ্রামের একটি বাজারে কেরাম বোর্ড খেলা নিয়ে স্থানীয় ওসমান তালুকদারের সমর্থক রাকিব নামে এক তরুণের সঙ্গে প্রতিপক্ষের কুদ্দুস তালুকদারের সমর্থক লায়েক নামে আরেক তরুণের মারামারির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তখন পুলিশ গিয়ে ওই কেরাম বোর্ডটি থানায় নিয়ে আসে; কিন্তু ওই দুই তরুণের মারামারি ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা চলছিল। এর জেরে সোমবার সকালে স্থানীয় চায়ের দোকানে দুইপক্ষের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

একপর্যায় উভয়পক্ষের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র ঢাল-কাতরা, টেঁটা, সড়কি, ভেলা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পালটাধাওয়া। সংঘর্ষের সময় ৪টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও বোয়ালমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সালথা থানার ওসি মো. আতাউর রহমান বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই এলাকার পরিবেশ শান্ত রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: যুগান্তর ।

ভালুকায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১০

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। হতাহতদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে ময়মনসিংহগামী রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ভালুকা মডেল থানার ওসি হুমায়ুন কবির।

তবে নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, দুর্ঘটনার পর নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর পুলিশ বাস দুটি জব্দ করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

চট্টগ্রামে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার আমিরাবাদের পুরাতন বিওসি এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি ট্রাকের চালক। তাঁর নাম মো. আরমান (৪০)। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার পেয়ার ইসলামের ছেলে। দুর্ঘটনায় আরও অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, কক্সবাজারমুখী ট্রাকের সঙ্গে চট্টগ্রামমুখী হানিফ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এ সময় দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালককে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার কারণে ওই এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাকচালকের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সংঘর্ষের মামলায় ৮ আসামির জেল-জরিমানা

সংঘর্ষের মামলায় মেহেরপুরের ৮ আসামিরকে জেলা-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার প্রধান আসামি মোঃ সেন্টু মিয়াকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার অন্য আসামি শুকুর আলী, রইস উদ্দিন, মোঃ বাবলু মিয়া, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, মোঃ মজিবর রহমান ও মোঃ তোজাম্মেল হক প্রত্যেককে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে আসামি মোঃ আনারুল ইসলামকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ এপ্রিল সকালে গাংনীর কল্যাণপুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর বাড়িতে আসামিরা হামলা চালায়। এ সময় কাঠের বাটাম, লোহার রড, বাঁশের লাঠি, দা ও হাসুয়া দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপি’র দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত-১, আটক-৩

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপি’র দুপক্ষের সমর্থকদের বাকবিতন্ডার মাঝে পড়ে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত মফেজ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের ভিটাপাড়া এলাকার জামাল আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে কালিগাংনী গ্রামের ঘোনারমোড় নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে এ ঘটনার জের ধরে পুলিশ এবং র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ঘটনাস্থল থেকে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ৩ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছেন। মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তারা হলেন, শুকুর আলীর ছেলে প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলাম, সাবদার আলী ও তার ছেলে হাসানুজ্জামান।

স্থানীয়রা জানান, স্থানীয় একটি চা দোকানে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাসেম আলী ও বিএনপি কর্মী সাবদার আলীর মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কিল-ঘুষি শুরু হয়। এসময় নিহত মফেজও যুক্ত হয়। এসময় সাবদার আলী তার বুকে লাথি মারলে মাটিতে পড়ে যায় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীনের নেতৃত্বে থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে সাবদার আলী বাড়ির প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকে সাবদার আলী তার ছেলে হাসানুজ্জামান ও মালেশিয়া প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেন।

তবে, নিহতের পিতা জামাল আলী পুলিশকে বলেন, আমার ছেলেকে কেউ আঘাত করেনি। সে কিল-ঘুষির মাঝে পড়ে মারা গেছে।

ওসি মেজবাহ উদ্দীন বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত আমরা একজনকে হেফাজতে নিয়েছি। এছাড়া লাশ ময়নাতদন্তের জন্য উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়া অপ্রিতিকর কোনো ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও র্যাব গ্রামে রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিহত মফেজ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন সমর্থক ও ইউপি সদস্য কাসেম আলী সমর্থক।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু সংঘর্ষে মসজিদের মুয়াজ্জিন নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু মুখামুখি সংঘর্ষ ইজিবাইকর যাত্রী বরকত আলি (৫৫) নিহত হয়েছেন। নিহত বরকত আলি দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত বুদো মোল্লার ছেলে ও হাতিভাঙ্গা মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন।

আজ রোববার (৩১আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর মোল্লা বাজার নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা সদর ইউপির ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য মুক্তারপুর গ্রামের হাসান আলী জানান, বরকত আলী সকালে কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে বাজার করে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক যোগে বাড়ী ফিরছিল।

ইজিবাইকটি দামুড়হুদা – কার্পাসডাঙ্গা সড়কের মুক্তারপুর ফেরিঘাট নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত মাছ বহনকারী স্যালোইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এময় বরকত আলী সড়কের উপর ছিটকে পড়ে মাথাসহ মুখমন্ডলে আঘাত পেয়ে গুরতর জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মতর্তা হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬, জেলা সম্মেলন আজ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। বিএনপির কমিটি গঠন ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের বিরোধকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই আজ শনিবার জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সংঘর্ষে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন পক্ষের মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) গুরুতর আহত হন। দু’জনেরই মাথায় জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা সেলাই দিয়েছেন। আহত মোস্তাফিজুর রহমান আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি। অপরদিকে সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পক্ষের রনি (২০), দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬) আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাতে আমঝুপি কালিতলায় সাইফুল ইসলাম ও উমর ফারুক লিটন পক্ষের কয়েকজন মুখোমুখি হলে প্রথমে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

পরবর্তীতে উত্তেজিত সাইফুলপক্ষের কয়েকজন আমঝুপি বাজারে লিটনের অফিসে হামলা চালায়। এসময় লিটনপক্ষের আমিনুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “যারা এ ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এদিকে আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্মেলন ঘিরে জেলা বিএনপি প্রস্তুতি শেষ করেছে। তবে সম্মেলনের আগের দিন এমন সংঘর্ষের ঘটনায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে জামাই-শশুর সংঘর্ষ

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর–জামাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় তিন প্রতিবেশী। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হলেও ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রতিবেশীদের আসামি করে মামলা করায় এলাকায় ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জাহাপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারি গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে তালেবের সঙ্গে জাহাপুর গ্রামের হারেজ আলীর মেয়ে কাকলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলতে থাকে। একাধিকবার তালাক–পুনর্বিবাহ হলেও শেষ পর্যন্ত তালেব এক মাস আগে কাকলীকে ডিভোর্স দেন। এ ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর হারেজ আলী ও জামাই তালেবের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

চলতি আমন মৌসুমে হারেজ দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষের সুযোগ দেন জামাই তালেবকে। গত মঙ্গলবার দুপুরে তালেব ওই জমির ধান কাটতে গেলে স্ত্রী কাকলী ও তার বোন শ্যামলী বাঁধা দেন। পরে রাত সাড়ে ৭টার দিকে হারেজ ধান কাটা মেশিন নিয়ে জমিতে গেলে খবর পেয়ে তালেব লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে, জমি নিয়ে হারেজ আলীর সঙ্গে প্রতিবেশী আব্দুল হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফসহ কয়েকজনের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ১৯৯৫

সালে এক একর ৫৭ শতক জমি নিয়ে মামলা হলেও ২০০১ সালে আদালত তা নিষ্পত্তি করে। এরপর ২০১৫ সালে হারেজ পুনরায় একই জমি নিয়ে মামলা করেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবারের শ্বশুর–জামাই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমি বিরোধের সুযোগে প্রতিবেশী হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, হারেজ আলী ও তার পরিবার দুধর্ষ স্বভাবের। তারা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে সমালোচনা চলছে।